بسم الله الرحمن الرحيم

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

কুরআন-সুন্নাহ ও অভিজ্ঞতার আলোকে

ইসলামী বিয়ে

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

সংকলন

মাওলানা মুহাম্মাদ যায়েদ মাযাহিরি নদভী

অনুবাদ | **মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ**

সম্পাদনা | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইসলামী বিয়ে

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; ৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২৫ / শাবান ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ +৮৮০১৮৩০৩৩৮১০৫
প্রুফ সংশোধন : মুশতাক আহমদ
ISBN : 978-984-94709-2-2

মূল্য : ৳ ৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র) US $15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বিয়ে—জীবন ও জগতের একটি অপরিহার্য অংশ। প্রাপ্ত বয়সে বিয়ে ছাড়া একটা জীবন যেমন অপূর্ণ, তেমনি এটি ছাড়া এই জগত-সংসারও অচল হয়ে পড়ত। পৃথিবীতে নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষ রয়েছে। তাদের বিয়ে-শাদীর পদ্ধতিও ভিন্নরকম। তবে সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর হচ্ছে ইসলামী বিয়ে।

সর্বকালের মানবজাতির পথপ্রদর্শক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বিয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজে ও তার মহান সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তা বাস্তবায়ন করেছেন, সেটাই মূলত ইসলামী বিয়ে। সচেতন মুসলিমরা সেটাই অনুসরণ করে থাকেন। বর্তমানে পাশ্চাত্য ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিমরা সেই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। ফলে তাদের বিয়ে পরিণত হয়েছে একটি সামাজিক লৌকিকতায় যা একইসঙ্গে ব্যয়বহুল, উচ্ছৃঙ্খল এবং নির্লজ্জতায় পূর্ণ। শরীয়ত বহির্ভূত কৃষ্টি-কালচারে অনুষ্ঠিত এসব বিয়ের মাধ্যমে সংসারে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ভর করছে, নেক সন্তানের পরিবর্তে দুশ্চরিত্রের সন্তান বেড়ে উঠছে এবং এতে সংগত কারণেই সমাজ ও দেশ রসাতলে যাচ্ছে। এটি যে অতিরঞ্জন নয়, তা আধুনিক সমাজ-সংসার দেখলেই টের পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে সন্তানদের বিরূপ আচরণ, পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো এবং যুবক শ্রেণির মধ্যে ধর্মহীনতার যে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, এর শুরু সেই বিয়ে থেকেই। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই মাওলানা মুহাম্মাদ যায়েদ মাযাহিরি নদভী দীর্ঘ অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১৮৬৩-১৯৪৩)-এর বয়ান ও অন্যান্য রচনা-সম্ভার থেকে *ইসলামী শাদি* নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই বাংলা অনুবাদ—*ইসলামী বিয়ে*।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-কে হাকীমুল উম্মত বা উম্মতের চিকিৎসক বলা হয়। তিনি সারাজীবন তার বহুমাত্রিক লেখা, বয়ান ও ইসলাহী কর্মকাণ্ডে এর স্বাক্ষর রেখেছেন। এ গ্রন্থটিও এর ব্যতিক্রম নয়। ইসলামী বিয়ে

নিয়ে এত বিস্তারিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত, সংকলিত কিংবা অনূদিত হয়েছে কিনা, জানা নেই। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের বাধ্যবাধকতা, প্রয়োজনীয়তা ও এর উপকারীতা যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি একইসাথে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে এর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী বাতিল কৃষ্টি-কালচারকেও বিবৃত করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি পাঠ করে একজন মুসলিম বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় শরীয়ত অনুসরণের পাশাপাশি সামাজিক রসম-রেওয়াজকে বর্জন করার শিক্ষা লাভ করবে। এক কথায় গ্রন্থটি অসাধারণ। *বেহেশতি জেওর* গ্রন্থটির মতো এটিও প্রতিটি মুসলিম পরিবারেই থাকা প্রয়োজন।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন এদেশের একজন প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ সাহেব। ইতোমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে তার বেশি কিছু অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে; *নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার*, *রাসূলের ﷺ যুদ্ধজীবন*, *হজ ও উমরার সহজ গাইড*, *জীবন ও কর্ম : উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.* ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা তার দ্বীনি কর্মকাণ্ডকে আরও ব্যাপক করেন, কবুল করেন।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করেন এবং তাঁর পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বিয়ে ১৫

বিয়ে-সংক্রান্ত কিছু আয়াত; বিয়ে সম্পর্কে কিছু হাদীস; বিয়ের পার্থিব-অপার্থিব উপকারিতা; বিয়ে না করার ব্যাপারে ধমকি; বিয়ে একটি ইবাদত ও ধর্মীয় কাজ; বিয়ের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা; কোন উদ্দেশ্যে বিয়ে করা উচিত; বিয়ের কল্যাণ; বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ; বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য; বিয়ের ভুল উদ্দেশ্য; বিয়ের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য; বিয়ে সম্মান বৃদ্ধির উপায়; অবিবাহিত থাকার ক্ষতি; নব্বই বছর বয়সে বিয়ে; বিয়ে না করার ব্যাপারে শরীয়তের হুমকি; হুমকির কারণ; বিয়ে না করার ওজরসমূহ; বিয়ের ওজর-সংক্রান্ত হাদীস; বিয়ের শরয়ী বিধান; বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে কী করবে?; ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বাবার?

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্ত্রী–সংক্রান্ত আলোচনা ৩৪

স্ত্রীর উপকারিতা; স্ত্রীর গুরুত্ব এবং তার খেদমতের মূল্যায়ন; স্ত্রী বড় অনুগ্রহশীল; স্ত্রীর সবচেয়ে বড় ত্যাগ; স্ত্রীর অনুগ্রহ; স্ত্রী ব্যতীত ঘর-সংসার ঠিক রাখা সম্ভব নয়; দুনিয়াবিমুখ গ্রাম্য মেয়েদের বৈশিষ্ট্য; বয়স্কা স্ত্রীর মূল্যায়ন; উপমহাদেশের নারীদের বৈশিষ্ট্য; স্বামীর প্রতি ভালোবাসা; পবিত্রতা ও সচ্চরিত্র; ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা; বিনয় ও নম্রতা; নিঃস্বার্থ ভালোবাসা; স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা।

তৃতীয় অধ্যায় : বিধবা নারী ৪৫

বিধবা নারীর বিয়ে ও জাহেলী অপসংস্কৃতি; প্রথম বিয়ের তুলনায় দ্বিতীয় বিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ; বিধবা নারীর অবিবাহিত থাকার ক্ষতি; বিধবার প্রতি শ্বশুরবাড়ির অবিচার; জুলুমের আরেক রূপ; শরীয়ত-বিরোধিতা ও জাহেলী অপসংস্কৃতি; বিধবার জোরপূর্বক বিয়ে; বিধবার সমাধান কী?

চতুর্থ অধ্যায় : কাফাআত তথা উপযুক্তি ৫১

বিয়েতে কুফুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; অন্য বংশে বিয়ে না করার উপকারিতা; সমকক্ষে বিয়ে না করার ক্ষতি; অসম বিয়ের বিস্তারিত মাসআলা; বংশ-মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের সমতা; বংশ-মর্যাদা তারতম্য হওয়ার তাৎপর্য; বংশ-মর্যাদার প্রকৃত অবস্থান ও প্রমাণ; বংশ-মর্যাদা নিয়ে অহংকার করা জায়েয নেই; বিয়ের সময় বাবার বংশে সমতা ধর্তব্য; কারা প্রকৃত সাইয়িদ বংশের?; বংশ নিয়ে পর্যালোচনা; বংশীয় সমতা রক্ষা করবে কীভাবে?; বংশগুলো পরস্পরে কুফু হিসেবে বিবেচিত হবে?; আনসারী ও কুরাইশী একে অন্যের কুফু হতে পারবে?; একটি সাধারণ ভুল; দ্বীনদারীতে সমতা; পাত্র মুসলিম কিনা নিশ্চিত হওয়া জরুরি; পাত্র বাতিল ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত নয় তো!; আহলে কিতাব নারী বিয়ে

করা; এই যুগেও দেখতে হবে ছেলে মুসলমান না কাফের; সম্পদের লোভে খারাপ ছেলের কাছে বিয়ে দেওয়া; ধার্মিকতা দেখে সম্পর্ক করার কারণ; ধার্মিক পুরুষের অধার্মিক নারী বিয়ে করা উচিত নয়; বয়সে সমতা রক্ষা করা; বয়সে সমতা একটি ধর্মীয় বিষয়; স্বামী-স্ত্রী বয়সে কতটুকু ব্যবধান থাকা উচিত?; অসম বয়সি বিয়েতে মেয়ের মত না দেওয়া উচিত; বয়সে তারতম্য রেখে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ক্ষতিসমূহ; বয়সে তারতম্য রেখে ছেলেকে বিয়ে করানোর ক্ষতিসমূহ; সম্পদের দিক থেকেও সমতা রক্ষা করা উত্তম; গরিব ঘরের মেয়ে বিয়ে করবেন নাকি ধনী ঘরের?

পঞ্চম অধ্যায় : পাত্র–পাত্রী নির্বাচন ৭৮

কেমন পাত্র নির্বাচন করা উচিত; দ্বীনদার কাকে বলে?; মেয়ে জামাই/বোন জামাই বানানোর সময় কী কী দেখবেন?; নিকটাত্মীয়ের মাঝে বিয়ে করার ক্ষতি; কন্যাদানে তাড়াহুড়ো করবেন না; সবচেয়ে যোগ্য পাত্রী কে?; স্ত্রী বানানোর জন্য মেয়ের ভেতর কী কী গুণ দেখবেন?; আধুনিক শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করা; স্রেফ সম্পদ ও রূপ দেখে বিয়ে করার ফল; যদি ছেলে-মেয়ের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে?; স্ত্রীর অধিক সৌন্দর্য ফেতনার উপসর্গ; এক মজলুম নারীর দাস্তান; সম্পদের মোহে বিয়ে করার নিন্দা; যৌতুকের লোভে ধনী নারী বিয়ে করা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বিয়ের পূর্বে দুআ ও ইস্তিখারার প্রয়োজনীয়তা ৮৯

দুআর পাশাপাশি তাওয়াক্কুল ও প্রচেষ্টাও জরুরি; ভালো সম্বন্ধ লাভের গুরুত্বপূর্ণ দুআ; খারাপ সম্বন্ধ থেকে বাঁচার দুআ; ইস্তিখারার দুআ; বিয়ের জন্য ইস্তিখারার প্রয়োজনীয়তা; সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ইস্তিখারা; কোন কাজের জন্য ইস্তিখারা করবেন?; ইস্তিখারার উদ্দেশ্য; ইস্তিখারা কার জন্য উপকারী?; ইস্তিখারার উদ্দেশ্য; ইস্তিখারার উপকারিতা; ইস্তিখারার ফলাফল; ইস্তিখারার সময়; ইস্তিখারা করার পদ্ধতি; বিয়ের জন্য তাবিজ তদবির করার বিধান; সহজে বিয়ে হওয়ার কিছু আমল; বিয়ে-সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা ও সতর্কতা।

সপ্তম অধ্যায় : কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ১০৩

আংটি বদলের পর ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক; বেগানা মেয়েকে কল্পনাতেও ভোগ করা হারাম; বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর অনুমতি নেওয়া জরুরি; অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়ার পরিণতি; পাত্র-পাত্রীকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও মারাত্মক ভুল; মুরুব্বিদের মতামত না নিয়ে বিয়ে করার পরিণতি; ছেলেদের মাঝে লজ্জার প্রয়োজনীয়তা; সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিয়ের ইশতেহার দেওয়া; সাবালক ছেলে-মেয়ে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী; অনুমতি নেওয়ার পদ্ধতি ও জরুরি কিছু মাসআলা; অভিভাবক কে?; মেয়ে নিজে নিজে বিয়ে করার কুফল; বিয়েতে নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা অতীব জরুরি; প্রতারণা করে বিয়ে করা; বৃদ্ধ অক্ষম পুরুষের কাছে বিয়ে দেওয়া; বিয়ে করতে হবে প্রকাশ্যে; গোপনে বিয়ে করার ক্ষতি; প্রয়োজনে গোপনে বিয়ে করা; প্রস্তাব কে দেবে; ছেলেপক্ষ না মেয়েপক্ষ?

অষ্টম অধ্যায় : বিয়ের উপযুক্ত বয়স **১১৭**

মেয়েদের দ্রুত বিয়ে না করার ক্ষতি; অলংকার ও আসবাবপত্রের জন্য বিলম্ব করা; দাওয়াতের ব্যবস্থা না হওয়ায় বিলম্ব করা; উপযুক্ত সম্বন্ধ না পাওয়ার দোহাই দিয়ে বিলম্ব করা; ভালো ছেলে কম পাওয়া যায় কেন?; কম বয়সে বিয়ে করা ক্ষতিকর; অল্প বয়সে বিয়ে করার ক্ষতি; ছাত্রজমানায় বিয়ে না করা উচিত; মেয়েরা কখন বালেগ হয়?; প্রয়োজনের কারণে নাবালক অবস্থায় বিয়ে করা; নাবালক অবস্থায় বিয়ে জায়েয হওয়ার দলিল; বর্তমানে বিয়ে তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত; তাড়াতাড়ি বিয়ে করার বিধান; ছেলে-মেয়েকে কখন বিয়ে দেবেন?; পিতা-মাতার দায়িত্ব; এক সাথে দুই সন্তানের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

নবম অধ্যায় : বাগদান **১২৫**

বাগদানের পরিচয়; শরীয়তের দৃষ্টিতে বাগদানের অনুষ্ঠান; বাগদানে কি বিয়ের কথা পাকা হয়ে যায়?; বাগদানের পরও বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অধিকার থাকে; উত্তম বাগদানের দৃষ্টান্ত; বাগদান উপলক্ষ্যে আগত মেহমানদের দাওয়াত দেওয়ার হুকুম; বাগদান ও ঘটকালির পারিশ্রমিক নেওয়ার বিধান; বিয়ের তারিখ নির্ধারণ; জিলকদ মাসকে অশুভ মনে করা; জিলকদ, মহররম ও সফর মাসে বিয়ে; কুলক্ষণের মূলভিত্তি আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহ; চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় বিয়ে-শাদি।

দশম অধ্যায় : বিয়ে পড়ানো–সংক্রান্ত আলোচনা **১৩৩**

বিয়ের মজলিস ও তাতে সম্মিলিত হওয়া; বিয়ে কে পড়াবে?; বিয়ে পড়িয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া; কাজি সাহেবের জ্ঞাতব্য জরুরি মাসায়েল; সেহরা পরার বিধান; বিয়ের সময় কালিমা পড়ানো; তিনবার কবুল বলানো বা আমিন বলানো; বিয়েতে খেজুর ছিটানো।

একাদশ অধ্যায় : মোহরানা–সংক্রান্ত আলোচনা **১৪১**

বিয়েতে মোহর ও সাক্ষী নির্ধারণের তাৎপর্য; স্বাক্ষী নির্ধারণের তাৎপর্য; মোহরের ব্যাপারে জনসাধারণের মানসিকতা; মোহর আদায়ে অস্বীকারকারী প্রকারান্তে ব্যভিচারী; যে মোহর পরিশোধ করে না, সে চোর ও বিশ্বাসঘাতক; বিয়ে-শাদিতে মোহরানা কম নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়; মোহরানা কম-বেশি-সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস; অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণের ক্ষতিসমূহ; থানভী রহ.-এর অভিজ্ঞতা; সামর্থ্যের বেশি মোহরানা নির্ধারণের পরিণাম; বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের ভয়ে মোহরানা বেশি নির্ধারণ; স্বল্প মোহরানায় মানহানির আশঙ্কা; বেশি মোহরানা সম্মানের মানদণ্ড হলে নবীজীই ছিলেন তার সর্বোত্তম হকদার; মোহর কম-বেশি হওয়ার মানদণ্ড; মোহরানা কী পরিমাণ হওয়া উচিত?; মোহরে ফাতেমী; স্বল্প মোহর নির্ধারণে সতর্কতা; মোহর আদায়-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল; টাকা-পয়সার পরিবর্তে অন্য সম্পদ দিয়ে মোহর আদায়; মোহর আদায়ের সময় নিয়ত জরুরি; স্ত্রী থেকে মোহরানা মাফ চাওয়া লজ্জাজনক; সব ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নয়;

আত্মিক সন্তুষ্টি জরুরি; নাবালক স্ত্রীর মোহর মাফ হবে না; মোহর স্ত্রীর অধিকার; চাওয়া দোষের নয়; আরব ও ভারতবর্ষের রীতিগত পার্থক্য; মোহর উসুল করলে ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না; স্ত্রী মোহর নেয় না আবার ক্ষমাও করে না; করণীয় কী?; স্বামীর মৃত্যুর মোহর মাফ করা; স্বামীর মৃত্যুর পর মোহরানা মাফ করে দেওয়া উত্তম?; স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় মোহর ক্ষমা করা ঠিক না; স্ত্রী মারা গেলে সকল ওয়ারিশ তার মোহরে হকদার; মোহর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

দ্বাদশ অধ্যায় : যৌতুক বা উপঢৌকন **১৫৮**

আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া ব্যতীত শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু পেলে তা আল্লাহর নিয়ামত; ও বিধান; উপহারসামগ্রী প্রদানে কিছু বিষয় লক্ষণীয়; ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপহারসামগ্রী; সমাজে প্রচলিত উপহারসামগ্রী প্রদানের ক্ষতিসমূহ; উপহার-সামগ্রী; প্রচলিত উপহার-সামগ্রীর ভিত্তি লৌকিকতা ও অহমিকা; প্রতারণা; কৃত্রিমতা ও অহমিকার আরেকটি দৃষ্টান্ত; বিয়েতে স্থাবর সম্পদ বা ব্যবসার জন্য নগদ অর্থ-কড়ি দেওয়া; বিয়ের সময় অতিরিক্ত পোশাক বানানো; বিয়ে উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়ার উত্তম পদ্ধতি ও উপযুক্ত সময়; স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামীও এসব ব্যবহার করতে পারবে না; আত্মিক সন্তুষ্টির ব্যাখ্যা।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : বিয়ে উপলক্ষ্যে লেনদেনের আলোচনা **১৬৬**

প্রথাগত লেনদেনে ভালোবাসা থাকে না; বিয়ে উপলক্ষ্যে লেনদেনের পরিচয় ও বিধান; সামাজিক রীতি-নীতি বর্জনে সম্পর্কহীনতার শঙ্কা; উপহার আদান-প্রদানের উত্তম পদ্ধতি; বিয়ে-সংক্রান্ত খরচ প্রদানের বিধান; বিদায়ের সময় বিয়ের খরচ নেওয়া; বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত উপহার-সামগ্রীর বিধান; মানহানির ভয়ে প্রদানকৃত উপহার বৈধ নয়।

চতুর্দশ অধ্যায় : বরযাত্রী ও বিয়ের আলোচনা **১৭১**

বরযাত্রী হিন্দুদের তৈরি সংস্কৃতি; বরযাত্রী নিষ্প্রয়োজন; বরযাত্রী যাওয়ার ক্ষতিসমূহ; বরযাত্রী অনৈক্য ও লাঞ্ছনার কারণ; আমি বরযাত্রী যেতে নিষেধ করি কেন?; বরযাত্রী না গেলে পারস্পরিক পরিচয় কীভাবে হবে?; সামাজিক রীতি-প্রথা অবৈধ হওয়ার শরয়ী দলিল; ধনীদের জন্যও প্রচলিত প্রথা অবৈধ; জাতিগত সহমর্মিতার দাবি; বরযাত্রা গুনাহের সমষ্টি; বিয়েতে কনের বাড়ির অনুষ্ঠান; শরয়ী দলিল; উলামায়ে কেরাম রসম-রেওয়াজে অংশগ্রহণ করা নিন্দনীয়।

পঞ্চদশ অধ্যায় : শরয়ী মূলনীতির আলোকে বরযাত্রা **১৮০**

মূলনীতি : ১; মূলনীতি : ২; মূলনীতি : ৩; মূলনীতি : ৪; মূলনীতি : ৫; অন্য মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্যও কিছু জায়েয কাজ নাজায়েয হয়ে যায়; বিয়ে-শাদিতে সংঘটিত পাপাচারের ব্যাখ্যা; গুনাহের প্রকারভেদ; পোশাক সম্পর্কে নববী নির্দেশনা ও আমাদের অবস্থা; অহমিকা সম্পর্কে নবীজীর বাণী ও

আমাদের অবস্থা; সিদ্ধান্ত আপনার হাতে; বিয়ে-শাদিতে অপচয়ের গুনাহ; বিয়ে-শাদিতে বরযাত্রা ইত্যাদি প্রথা পালনের সুযোগ আছে?; শরীয়তের মূলনীতি; নিয়ত ঠিক থাকলে বিয়ের অনুষ্ঠান করার অনুমতি আছে?; একটি প্রশ্ন ও থানভী রহ.-এর উত্তর; বিয়ে সহজ; আমরা তাকে কঠিন করে তুলেছি; সাহসকে কাজে লাগান।

ষোড়শ অধ্যায় : বিয়ে সম্পাদন পদ্ধতি **২০৪**

বিয়ে-শাদিতে আমরা শরীয়তের অনুগামী; নববী পদ্ধতিতে বিয়ে করা প্রত্যেক উম্মতের দায়িত্ব; ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে ও বিদায়; বিদায়ের সময় উপযুক্ত সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত; বিয়ে-শাদি সবচেয়ে সহজ কাজ; লৌকিকতামুক্ত বিয়েই শরীয়তে কাম্য; বিয়ের সংক্ষিপ্ত; সাদামাটা ও সহজ পন্থায় বিয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত; টাকা-পয়সা ছিটানোর রসম; এক বিয়েতে থানভীর দায়িত্ব পালনের ঘটনা; আমার মেয়েকে কীভাবে বিয়ে দিতাম!

সপ্তদশ অধ্যায় : বিয়েতে কতিপয় নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড **২১৭**

বিয়ের সময় গান-বাদ্য ও নাটিকা অনুষ্ঠান; আতশবাজি; বিয়ে-শাদিতে ছবি তোলা ও ভিডিও তৈরি করা; হাদীসের আলোকে কাগজ ও কাপড়ে তৈরিকৃত ছবির শরয়ী বিধান; ছবি হারাম হওয়া একটি ঐকমত্য মাসআলা; নবীজী কর্তৃক বায়তুল্লাহ প্রাঙ্গণ থেকে ছায়াবিহীন ছবি অপসারণ; বিবাহ অনুষ্ঠান ভিডিও করার বিধান; বিয়ে-শাদিতে গীত গাওয়ার প্রথা; গান-বাদ্যের ফরমায়েশ; ব্যান্ড পার্টি আয়োজনের প্রথা; বরপক্ষ বা কনেপক্ষকে নাচতে বাধ্য করা;

অষ্টাদশ অধ্যায় : বিয়ে-শাদির কিছু রসম-রেওয়াজের আলোচনা **২২৭**

রসম-রেওয়াজের পরিচয়; রসম-রেওয়াজের মাপকাঠি; রসমের প্রকারভেদ; অতীত ও বর্তমানের রীতি-নীতির পার্থক্য; রসম-প্রথাও গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; প্রচলিত রীতি-প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার শরয়ী দলিল; বৈধ হওয়ার শক্তিশালী দলিল; রসম বৈধের প্রবক্তাদের প্রমাণাদির বিশ্লেষণ; শরীয়তের দলিল; সামাজিক প্রথার যৌক্তিক ও পার্থিব ক্ষতিসমূহ; সামাজিক রীতি-নীতিতে নিঃস্ব অনেকেই; বিয়ে-শাদিতে লাগামহীন অপচয়; বিয়েতে অতিরিক্ত খরচ করা বোকামি; অপচয়ের কদর্যতা; কৃপণতার চেয়ে অপচয় অধিক নিন্দনীয়; কোন বিয়েতে বরকত থাকে না?; বিয়েতে অধিক ব্যয়ের সঠিক ও উপকারী পদ্ধতি; বিয়ে-শাদিতে খ্যাতি ও জৌলুস; জাঁকজমকপূর্ণ বিয়েতে বদনাম হয় বেশি; উপকারে অপকার; জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের ক্ষতি; বিয়ের অনুষ্ঠানে নামায আদায়ে উদাসীনতা; বিয়ের জন্য ঋণ নেওয়া; বিয়ের জন্য ঋণ দেওয়ার বিধান।

উনবিংশ অধ্যায় : রসম-রেওয়াজে নারীদের দৃঢ়তা **২৪৬**

রীতি-প্রথার উৎস নারী সমাজ; নারী সমাবেশের মন্দ প্রভাব; বিয়ে-শাদিতে নারীদের মন্দ কর্মসমূহ; পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারাদি ও রূপচর্চায় বাড়াবাড়ি;

নারীদের মারাত্মক ভুল; নববী নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা; বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়ার পদ্ধতি; নারীরা বিরত না হলে করণীয়; বিয়েতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ আছে কি?; রসম-রেওয়াজ পালনে বৃদ্ধাদের ত্রুটি; পুরুষের অবহেলায় নারীরা সামাজিক রসম-রেওয়াজে লিপ্ত হয়; পুরুষরা নারীদের নেতা বানিয়ে রেখেছে; রসম-রেওয়াজ পালনে বাধা প্রদানকারী দু-শ্রেণির লোক; রসম-রেওয়াজ পালনের কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করা; সামাজিক রসম-রেওয়াজ বিলুপ্তির পন্থা; রসম-রেওয়াজ বন্ধের শরয়ী পদ্ধতি; সামাজিক রীতিনীতি চিরতরে বন্ধ করতে থানবীর অভিমত; সামাজিক রীতিনীতির বিরোধী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা; রসম-রেওয়াজ পালনকারী আল্লাহর অভিশাপের উপযুক্ত; সকল মুসলমানের কর্তব্য; নারীদের প্রতি আবেদন।

বিংশ অধ্যায় : বিভিন্ন ধরনের রসম-রেওয়াজ **২৬৫**

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান; গায়ে হলুদের বিধান; সালামি ও মিষ্টি মুখের কালচার; জুতা লুকানো ও হাসি-মজাকের রীতিনীতি; বরযাত্রীদের উপহার দেওয়ার প্রচলন; সালামি দেওয়া ব্যতীত কনেকে বাধা দেওয়ার রসম; কনেকে কোলে করে নামানোর প্রচলন; নববধূর পা ধোয়ার প্রচলন; বিনা প্রয়োজনে নববধূর অতিরিক্ত লজ্জা প্রদর্শন করা; নববধূর জেলখানা; মুখ দেখানোর প্রচলন; চতুর্থীর প্রচলন; প্রতিবার বিদায়ের সময় মিষ্টি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেওয়ার প্রথা; শুধু আপনিই কেন সকল রসম পালন করতে নিষেধ করেন!; 'দেবর' শব্দের ব্যবহার অনুচিত।

একবিংশ অধ্যায় : কন্যা বিদায়-পরবর্তী রসম-রেওয়াজ **২৭৪**

সাজ-সজ্জা, আরাম-আয়েশ ও সৌন্দর্যবর্ধনের শরয়ী মূলনীতি; নতুন বউয়ের অপ্রয়োজনীয় লাজুকতা; বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি; বিয়ের প্রথম রজনি; প্রথম রাতে নফল নামায পড়া; অহেতুক লাজুকতা; লজ্জা দূর করার কর্মপদ্ধতি; আনন্দ-ফুর্তির প্রয়োজনীয়তা; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা প্রকাশ করা উচিত; আরব ও ভারতবর্ষের কৃষ্টি-কালচারের পার্থক্য ও বিশেষ সতর্কতা; নববধূর কপালে সূরা ইখলাস লেখার প্রথা; বাসর রাতের বিশেষ দুআ; বাসর রাতে কতিপয় নারীর নির্লজ্জ আচরণ; বাসর রাতে ফজরের নামাযের গুরুত্ব; আনন্দ-বিনোদনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে নিয়ে সফর করা।

দ্বাবিংশ অধ্যায় : ওয়ালিমার দাওয়াত **২৮৪**

ওয়ালিমার উপকারিতা ও সীমারেখা; ওয়ালিমার মাসনূন পদ্ধতি; সুন্নতী ওয়ালিমার সীমারেখা ও শর্তাবলি; নবীজীর ওয়ালিমা; ডাল-রুটি দিয়ে হলেও হালাল সম্পদ দিয়ে দাওয়াত দিন; লাজ-লজ্জার ভয়ে মেহমানদারির বিধান; ওয়ালিমার সহজ পদ্ধতি; নাজায়েয ওয়ালিমা; নিকৃষ্ট ওয়ালিমা; নাজায়েয ও

নিকৃষ্ট ওয়ালিমায় অংশগ্রহণ করা জায়েয নেই; বিনা দাওয়াতে অনুষ্ঠানে যাওয়া জায়েয নেই; দাওয়াতী মেহমানের চেয়ে অতিরিক্ত লোকজন যাওয়া জায়েয নেই; সুদখোর, বিদয়াতী ও কুসংস্কার পালনকারীর দাওয়াত গ্রহণ; অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জনকারীর দাওয়াত কবুলের পদ্ধতি; সন্দেহযুক্ত দাওয়াত গ্রহণের বিধান; সন্দেহযুক্ত উপার্জনকারী দাওয়াত দিলে করণীয়; দাওয়াতে অংশগ্রহণের দুটি বিধান; গরিবদের দাওয়াতও গ্রহণ করা উচিত; দাওয়াত গ্রহণকালে বৈধ শর্তারোপ করা; দাওয়াতে গরিবদের অহংকার ও ভাবসাব।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : একাধিক বিয়ে **২৯৭**

একাধিক বিয়ের কারণ ও উদ্দীপক; একাধিক বিয়ের আরেকটি কল্যাণকর দিক; একাধিক বিয়ের বৈধতায় নারী-পুরুষ উভয়েরই কল্যাণ নিহিত; একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা; ইতিহাস ও যুক্তির আলোকে একাধিক বিয়ে; কেবল চার স্ত্রী রাখার সীমাবদ্ধতা কেন?; ইসলামী শরীয়তে একাধিক বিয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন; একাধিক বিয়ের প্রতিবন্ধকতা; যে সকল প্রতিবন্ধকতার কারণে একাধিক বিয়ে নিষেধ; নারীদের বে-ইনসাফির কারণে দ্বিতীয় বিয়ে না করা; বিনোদন বা কামবাসনা পূরণের জন্য একাধিক বিয়ে করা; সমতা রক্ষার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে করা; একাধিক বিয়ের সমস্যা; দুই স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা রাষ্ট্র পরিচালনার থেকেও কঠিন; নিরুপায় না হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার পরিণতি; দুই বিয়ে করা পুলসিরাতে পা রাখার নামান্তর; থানভী রহ.-এর উপদেশ ও একটি অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় বিয়ে কার জন্য করা উচিত; অপছন্দ হলেও এক স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত; প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বিয়ে করা; দুই স্ত্রীর অধিকার ও সমতা সম্পর্কে জরুরি মাসায়েল; দ্বিতীয় বিয়ের বিধান; মাসআলা; সফরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমতার মাসআলা; প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করা জরুরি; দুই স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে সংসার পরিচালনার কৌশল—স্বামীর করণীয়; প্রথম স্ত্রীর করণীয়; নতুন স্ত্রীর করণীয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায় : দাম্পত্য জীবনের বিশেষ মাসায়েল **৩১৫**

স্বামী-স্ত্রীর একান্ত সময়ের বিধি-বিধান; জৈবিক আকাঙ্ক্ষা; একটি ভুল ধারণার অপনোদন; স্ত্রী সহবাসে সওয়াব হয়; কোন নিয়তে সহবাস করা উচিত?; বিনা প্রয়োজনে বিবস্ত্র হওয়া ও থাকা নিষেধ; যৌন মিলনে সক্ষমতা অর্জনের আমল; কেবলামুখী হয়ে সহবাস করা আদব-পরিপন্থি কাজ; সহবাসের পদ্ধতি; স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখা সম্পর্কে কিছু হাদীস; স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখার ক্ষতি; সহবাসের সময় অন্য নারীর কল্পনা করা; সহবাসের সময় দুআ ও যিকিরের হুকুম; বিশেষ কিছু দুআ; স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাতের দুআ; সহবাসের দুআ; বীর্যপাতের সময় পড়বে; সহবাস কম করা আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচায়ক নয়; শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক সহবাসে কোনো সমস্যা নেই; নবীজী ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি; সহবাসের সময় আল্লাহর ধ্যান দুর্বল হয়ে যায়; পানাহার ও

সহবাসে পার্থক্য; সহবাস করার ক্ষেত্রে নিজের সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি; হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর উপদেশ; অধিক সহবাসের ক্ষতি; ইমাম গাযালী রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা; কতদিন পরপর সহবাস করা উচিত?; শক্তিবর্ধক ওষুধ সেবন করার ক্ষতি; পরিমিতিবোধের উপকারিতা; অধিক সহবাসের কারণে সৃষ্ট রোগ; অন্য নারীর ওপর দৃষ্টি পড়লে করণীয়; নারীদের প্রতি নসীহত ও সতর্কবার্তা; স্বামীর সামনে সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে থাকা; স্ত্রীর সৌন্দর্যের উপকরণ; সাজগোজ করা স্বামীর হক; নারীদের মারাত্মক ভুল; আদর্শবান এক নারীর ঘটনা; স্বামী-স্ত্রীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা; একান্ত সময়ের কথা প্রকাশ করা নাজায়েয; নারীদের জন্য বিশেষ উপদেশ; স্বামীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ; রমযানের রাতে সহবাস করার হুকুম; এতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের হুকুম; ইহরাম ও হজ পালনরত অবস্থায় সহবাসের বিধান; মাসিকের সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার বিধান; ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার পরিসীমা; হায়েজ ও ইস্তিহাযার হুকুমে পার্থক্যের কারণ; মাসিকের সময় সহবাস নিষিদ্ধ কেন?; মাসিকের সময় সহবাসের কাফফারা; ইস্তিহাযা অবস্থায় সহবাস করার হুকুম; নেফাস অবস্থায় সহবাসের বিধান; হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় তীব্র কামনা জাগ্রত হলে করণীয় কী?; গর্ভাবস্থার বিধিবিধান; গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাসে সতর্কতা কাম্য; গর্ভাবস্থায় সহবাস করা যাবে কি?; স্তন্যদানকারী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা; জন্ম বিরতিকরণ পন্থা গ্রহণ করা; গর্ভপাতের হুকুম; সন্তান বৈধ বা অবৈধ গণ্য হওয়ার মাসআলা; পায়ুসঙ্গমের গুনাহ ও শাস্তি; স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সঙ্গম করা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় : গোসল ও পবিত্রতা **৩৫২**

বীর্যপাতের পর গোসল ফরয হওয়ার তাৎপর্য; সহবাসের পর গোসল আবশ্যক হওয়ার কারণ; অপবিত্র ব্যক্তির ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না; সহবাসের পর গোসল করতে না পারলে অযু করে নেওয়া উচিত; বিবস্ত্র হয়ে গোসলের বিধান; গোসল ফরয হয়েছে কিন্তু পর্দার জায়গা নেই, তাহলে করণীয় কী?; গোসলের সুন্নত তরীকা; গোসলের ফরয তিনটি; গোসলের নিয়ত করা কি জরুরি; ফরয গোসলে নারীর লজ্জাস্থানের বাহিরের অংশ ধৌত করাই যথেষ্ট; ফরয গোসলে মহিলাদের চুল ধোয়ার হুকুম; কিছু জরুরি নির্দেশনা; অপারগতার কারণে গোসল করতে না পারলে করণীয়; তায়াম্মুমের পদ্ধতি; কখন তায়াম্মুম করা জায়েয?; সফরে পানি না থাকা অবস্থায় সহবাস করার হুকুম; যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়; কিছু পরিভাষা; কিছু জরুরি মাসআলা; যেসব কারণে গোসল ফরয হয় না; পানির মতো তরল বীর্যের হুকুম; অপবিত্র অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা; অপবিত্র অবস্থায় হাত পায়ের নখ, চুল ইত্যাদি কাটার বিধান; সফরে থাকা অবস্থায় গোসল ফরয হলে তায়াম্মুম করার বিধান; অপারগের পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়

বিয়ে

বিয়ে-সংক্রান্ত কিছু আয়াত

مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

আল্লাহর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (সূরা রূম, ৩০ : ২১)

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿۵۴﴾

তিনিই পানি থেকে মানব সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৪)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

দয়াময়ের বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪)

উল্লেখ্য, এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য নেতৃত্ব কামনা নয়; বরং নিজের বংশধরদের মুত্তাকী হওয়ার দুআই মুখ্য।[1]

[1] *বয়ানুল কুরআন।*

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ؕ

যেসব মেয়ে তোমাদের ভালো লাগে, তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন ও চার পর্যন্ত। যদি আশঙ্কা হয় যে, তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষান্ত থাকো। এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্বে না জড়ানোর অধিকতর সম্ভাবনা। (সূরা নিসা, ৪ : ৩)

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। (সূরা নিসা, ৪ : ১৯)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۲﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আর যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন। (সূরা নূর, ২৪ : ৩২-৩৩)

বিয়ে সম্পর্কে কিছু হাদীস

১। আবু নুজাইহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে না করে, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।[2]

২। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো বান্দা বিয়ে করলে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ হয়। বাকি অর্ধেকে তার উচিত আল্লাহকে ভয় করে চলা।’[3]

[2] *আত তারগিব ওয়াত তারহিব।*

৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্যে যাদের ভরণ-পোষণ পরিচালনার সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা চোখ অবনমিত রাখা ও লজ্জাস্থান পবিত্র রাখার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো বিয়ে। আর যার সেই সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার উত্তেজনাকে স্তিমিত করে দেবে।'[৪]

বিয়ের পার্থিব-অপার্থিব উপকারিতা

৪। ইবনে আবি নুজাইহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مِسكينٌ مِسكينٌ رجلٌ ليست له امرأةٌ

'ওই পুরুষ মিসকিন, ওই পুরুষ মিসকিন—যার স্ত্রী নেই।' লোকজন বলল, 'সে যদি অনেক সম্পদশালী হয় তবুও সে মিসকিন?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, সে অনেক সম্পদশালী হলেও।' তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ومِسكينةٌ مِسكينةٌ امرأةٌ ليس لها زوجٌ

ওই নারী মিসকিন, ওই নারী মিসকিন—যার স্বামী নেই। লোকজন বলল, 'সে অনেক সম্পদশালী হলেও?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, সে অনেক সম্পদশালী হলেও।'[৫]

ধন-সম্পদের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশান্তি ও সুস্থিরতা। যে পুরুষের স্ত্রী নেই আর যে নারীর স্বামী নেই, তার কপালে তা জোটে না। বাস্তবেও এমনই দেখা যায়।[৬] বিয়ে আল্লাহ তাআলার বিশাল এক নিয়ামত। এতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের অনেক কাজ পরিশীলিত হয়ে যায় এবং এতে নিহিত রয়েছে অনেক উপকারিতা ও অসংখ্য কল্যাণ। এর দ্বারা মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে, আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে, কুমন্ত্রণা ও দ্বিধা থেকে মুক্তি পায়। সবচেয়ে বড় লাভ হলো, বিয়েতে অনেক উপকারের পাশাপাশি বিপুল সওয়াবও অর্জন করা যায়। কেননা

[৩] *আল মু'জামুল আওসাত* : ৮/৩৩৫; *আত তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৪৫৭।
[৪] *সহীহ বুখারী* : ৫০৬৬; *সহীহ মুসলিম* : ১৪০০।
[৫] *শুয়াবুল ঈমান* : ৪/১৯১৭।
[৬] *হায়াতুল মুসলিমীন* : ১৮৭।

স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে প্রেমালাপ করা, আমোদ-ফুর্তি করা নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।[৭]

৫। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নারীদের বিয়ে করো। তারা তোমাদের কাছে সচ্ছলতা নিয়ে আসবে।[৮]

ফায়েদা : স্ত্রীর সচ্ছলতা নিয়ে আসার মর্ম হলো, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বুঝমান এবং একে অন্যের কল্যাণকামী হয়, তখন স্বামী নিজের ওপর খরচ বেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে আরও বেশি উপার্জন করার চিন্তা করে। অন্যদিকে স্ত্রীও এমন সুচারুরূপে সংসার পরিচালনা করে, স্বামীর পক্ষে যা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় প্রশান্তি ও স্থিরতা অর্জন হওয়া অপরিহার্য। এটাই সম্পদের মূল উদ্দেশ্য এবং এটাই সচ্ছলতা নিয়ে আসার মর্ম।

৬। মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা স্বামীভক্ত অধিক সন্তানপ্রসবা নারী বিয়ে করো। কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব।[৯]

বিয়ে না করার ব্যাপারে ধমকি

প্রয়োজন ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে বিয়ে করে না, সে শয়তানের ভাই। আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উকাফ নাম্নী এক সাহাবীকে বললেন, হে উকাফ? তোমার স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ধনসম্পদ আছে? তিনি বললেন, হাঁ, আমার ধনসম্পদ আছে এবং আমি সচ্ছল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের একজন ভাই। যদি তুমি খ্রিষ্টান হও, তবে তাদের রাহেবদের (ধর্মগুরু) মতো অবিবাহিত থাকো। আর যদি তুমি আমাদের দলের হয়ে থাকো, তবে আমাদের মতো বিয়ে করো। নিঃসন্দেহে বিয়ে আমার সুন্নত। তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সে, যে বিয়ে করে না। মৃতদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট তারা, যারা অবিবাহিত।[১০]

[৭] *বেহেশতী জেওর*, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., চতুর্থ খণ্ড।
[৮] *হাকিম* : ২৭১৬; *মাজমাউয যাওয়ায়েদ* : ৪/২৫৭।
[৯] *আহমাদ* : ১৩৫৯৪; *ইবনে হিব্বান* : ৪০২৮।
[১০] *আহমাদ* : ২১৪৮৮; *মাজমাউয যাওয়ায়েদ* : ৪/২৫৩; *ইমদাদুল ফাতাওয়া* : ২/২৫৯